

Embassy of the  
People's Republic of Bangladesh  
Doha, Qatar



سفارة  
جمهورية بنغلاديش الشعبية  
الدوحة - قطر

বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা-তে ই-পাসপোর্ট এর আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশনা

যে সকল ব্যক্তি ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন:

- ১। যাদের জাতীয় পরিচয় পত্রের সাথে বর্তমান পাসপোর্টের সকল তথ্যের (যেমন: নিজের নাম ও জন্ম তারিখ, মা-বাবার নাম) মিল আছে;
- ২। যাদের জাতীয় পরিচয় পত্র নেই কিন্তু ইংরেজি জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট / Birth Registration Certificate এর সাথে বর্তমান পাসপোর্টের সকল তথ্যের (যেমন: নিজের নাম ও জন্ম তারিখ, মা-বাবার নাম) মিল আছে; এক্ষেত্রে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে:-
  - ১) Birth Registration Record Verification এ সকল তথ্য ইংরেজিতে থাকতে হবে, এবং
  - ২) বর্তমান পাসপোর্টটি জাতীয় পরিচয় পত্র দিয়ে তৈরি হয়নি এবং পাসপোর্টে ব্যক্তিগত নম্বর হিসেবে জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটের নম্বর আছে।
- ৩। নবজাতক শিশু তার বাংলাদেশি জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট ও কাতারি জন্ম সনদ দিয়ে ই-পাসপোর্টের আবেদন করতে পারবে।

ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া:

১. অনলাইনে [epassport.gov.bd](http://epassport.gov.bd) ওয়েবসাইট এ প্রবেশ করে এবং আবেদন করে সুবিধাজনক সময়ে এপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। সাধারণ আবেদন অথবা এক্সপ্রেস আবেদন, এর যে কোন একটি করা যাবে। এক্সপ্রেস আবেদনে, সাধারণ আবেদনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত আগে এপয়েন্টমেন্ট শিডিউল পাওয়া যায়।
২. যদি কোন আবেদনকারী তার এপয়েন্টমেন্ট শিডিউল অনুযায়ী তারিখ ও সময়ে দূতাবাসে এনরোলমেন্ট করতে ব্যর্থ হন; তাহলে তার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে তিনি নতুনভাবে আবেদন করে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে শিডিউল অনুযায়ী দূতাবাসে এনরোলমেন্ট করতে পারবেন।
৩. দূতাবাসে এনরোলমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন: জাতীয় পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট ও কাতার আইডি নিয়ে আবেদনকারীকে সশরীরে উপস্থিত হতে হয়।



Embassy of the  
People's Republic of Bangladesh  
Doha, Qatar



سفارة  
جمهورية بنغلاديش الشعبية  
الدوحة - قطر

তাছাড়া ই-পাসপোর্ট ডেলিভারিতে আবেদনকারীর স্বাক্ষর নেয়া বাধ্যতামূলক থাকায় আবেদনকারীকে পাসপোর্ট সংগ্রহের সময়ও উপস্থিত থাকতে হয়।

৪. আবেদনের সময় পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাতার আইডিতে উল্লিখিত পেশাই নির্বাচন করতে হবে। কারণ ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কাতার আইডিতে উল্লিখিত পেশাই বিবেচনা করা হয়।

৫. কারো নিজের নাম, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান অথবা মা-বাবার নাম সংশোধন করতে হলে প্রমাণক হিসেবে নিজের এনআইডি'র পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মা-বাবার এনআইডির কপি জমা দিতে হয়। তাছাড়া এ সংক্রান্ত পুলিশ প্রতিবেদনও জমা দিতে হয়। অন্যথায় সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করার সুযোগ রাখা হয়নি।

৬. পাসপোর্টের অন্যান্য তথ্য সংশোধন যেমন: মোহাম্মদ, হাজী, মিয়া, মোসাম্মত ইত্যাদি সংশোধনের জন্য প্রমাণক হিসেবে ১৮ বছরের কম বয়সী আবেদনকারীদের জন্য জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট এবং ১৮ বছরের বেশি বয়সী আবেদনকারীদের জন্য জাতীয় পরিচয় পত্র জমা দিতে হয়।

৭. পাসপোর্ট সংশোধনের ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্ট প্রাপ্তি, যাচাই-বাহাইয়ের জন্য ই-পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত সময় নেয়, ফলে পাসপোর্ট ডেলিভারির জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করা ই-পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার। তাই কারো আবেদন অগ্রাহ্য বা বাতিল হলে, দূতাবাস দায়ী নয়।

